77

তারিখ ...22 SEP 1994 ... ..
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ভার্সিটির অধিকাংশ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হয়নি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও অধিকাংশ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। ফলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, '৮৬ সাল থেকে ৯৪-এর ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার দোষী ব্যক্তি চিহ্নিত করতে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে সর্বমোট ২২১টি। এর মধ্যে হাতেগোণা কয়েকটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কেবলমাত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সর্বশেষ তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে গত ১ সেপ্টেম্বর। ক্যাম্পাসে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষে একজন ছাত্র নিহত হবার পর এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু তদন্ত কমিটি গঠনের পর পক্ষকাল অতিবাহিত হলেও কবেনাগাদ রিপোর্ট প্রকাশিত হবে এসম্পর্কে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তদন্ত কমিটি তদন্তের কাজ এখনও শুরু করেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষে ১৯৮৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে ছাত্রসহ

(৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির অধিকাংশ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হয়নি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মোট ৩০ জন। প্রতিটি হত্যাকান্ড সংঘটিত হবার পর গঠিত হয়েছে তদন্ত কমিটি। এর মধ্যে '৮৭ সালে একটি মাত্র তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে ১১ জন ছাত্রকে বহিষ্কারও করা হয়েছিল। এছাড়া গত ১৭ এপ্রিল জহরুল হক হলে একজন ছাত্রীর শ্লীলতাহানীর অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল দুটি। ঐ ঘটনায় তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর জানা যায়, কয়েকজন অছাত্র এই ঘটনার জন্য দায়ী। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন মামলা করেনি কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন এখতিয়ার কর্তৃপক্ষের নাই।

এছাড়া অন্য যেসব কারণে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় তার মধ্যে আছে, পরীক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগ, অনিয়ম, ঘাপলা, উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজে দুর্নীতি প্রভৃতি।

তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়ার নেপথ্যে কারণগুলো হচ্ছে, তদন্তকারীর বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব, উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব, দীর্ঘ-সূত্রতা এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একজন অধ্যাপক বলেন, তদন্তের কাজে সাধারণত শিক্ষক বা অফিসারদের নিয়োগ করা হয়, শিক্ষকরা সন্ত্রাসী ঘটনার তদন্তে অভিজ্ঞ নয়, যতটা একাডেমিক সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি বলেন, ঘটনার তদন্তের জন্য সাক্ষীর অভাবেও অনেক সময় তদন্ত কাজ ব্যহত হয়। এছাড়া অনেক সময় জীবনের ভয়ে প্রত্যক্ষ দর্শীরাও সাক্ষ্য দিতে সাহস পায় না।